Department of Political Science

Dumkal College

For Semester V Honours Students

CC-T-12: Western Political Thought (Modern)

Synopses:

1. হবস ও লক বর্ণিত প্রকৃতির প্রক্রিতির রাজ্যের তুলনা।
2. জন লকের সম্পত্তির অধিকার তত্ত্ব।
3. পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে লকের অবদান।
4. রুশোর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব।

করতে পারে।

(৪) হবস্ ও লক বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

হবস ও লক বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্যের তুলনা :- প্রত্যক্ষভাবে সমালোচনা না করেই হবসকে লক উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তাদের আলোচনায় কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে তবে হবসের নিকট লক ছিলেন বিশেষভাবে ঋণী।

সাদৃশ্য :- প্রথমত :- হবসের বস্তুবাদী দর্শন থেকে লক পেয়েছেন তার অভিজ্ঞতাবাদীর উৎসকে,

দ্বিতীয়ত :- হবস এবং লক উভয়েই উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রসৃষ্টির আগে মানুষ বাস করত প্রকৃতির রাজ্যে।

তৃতীয়ত :- হবস এবং লক উভয়েই রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল উপাদানসমূহ সমাজ-পূর্ব অবস্থায় প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা সংগ্রহ করেছেন।

বৈসাদৃশ্য : হবস ও লকের প্রাকৃতিক রাজ্যের সম্পর্কিত বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। হবস ইউক্লিড এর জ্যামিতি শিক্ষা অনুকল্প থেকে এ কথা প্রকাশে পেরেছিলেন যে, প্রমাণ নিরপেক্ষ স্বতঃসত্য থেকে প্রমাণ সাপেক্ষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এই প্রমাণকে তিনি প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। লক তার অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনে তুলে ধরেছেন, পৃথিবীর সবকিছুই বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্তরে নিহিত। সুতরাং হবস ও লক উভয়েই প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিলেও উভয়ের আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য

লাকীলীয় । দেখুন

DUMKAL COLLEGE · ESTD 1999 · MURSHIDABAD

(গ) প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থানগত পার্থক্য :– হবসমতে প্রকৃতির রাজ্যে সকলেই ছিল স্বাধীন। এই স্বাধীন অবস্থানই নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা নামে পরিচিত। নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। মানুষ এই রূপ নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতার ভোগ করত বলে কেউ কাউকে মান্য করত না, ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও লোভের তাড়নায় প্রত্যেকের মধ্যে নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে। নির্মম প্রতিযোগিতার জন্য সংঘাত ছিল অনিবার্য, যা সমগ্র প্রকৃতির রাজ্যকে ঠেলে দেয় এক নিদারুণ সংঘাতের ~~অসহায়~~ পরিমণ্ডলে। এর ফলে মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে, ব্যক্তি তার নিরাপত্তা হারায়, ব্যক্তির প্রগতি থেমে যায়, এই সময় কারণেই মানুষ চুক্তি দ্বারা এমন এক ব্যক্তির সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল, যার কাছে সকলেই সমর্পণ করল তাদের স্বাধীনতা, অধিকার ও ক্ষমতা। এই চুক্তির বিনিময় হিসেবে তারা পেয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা, জীবনরক্ষার সবকিছু। মানুষ তাই তার নীতি ত্যাগ করল প্রাকৃতিক রাজ্যকে এবং প্রবেশ করল এক সুসংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়।

অপরদিকে লক বর্ণিত প্রকৃতির রাজ্য ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিসম্পূর্ণ, তিনি যে প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থানগত বর্ণনা করেছেন, সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বিরাজ করত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ~~অন্যের~~ জন্য ছিল সমব্যথী, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রেম ভালোবাসা জানায়। অপরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেকে পুরোপুরি সক্রিয় ও সচেতন ছিল। অর্থাৎ লকের প্রকৃতির রাজ্যে সদা শান্তি বিরাজিত ছিল। শান্তি বিরাজ করলেও জনলক মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়তে হলো মূলত তিনটি বিষয়ের জন্য মানুষকে প্রকৃতির রাজ্য ছেড়ে সংঘবদ্ধ — তিনটি কারণে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যকে ছেড়ে সমাজরাষ্ট্র গড়ে তোলে। এই কারণগুলি হলো — (i) প্রাকৃতিক আইন যেগুলো ছিল তার মতো এমন কোনো মানদণ্ড ছিল না, (ii) মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ-মীমাংসার জন্য কোনো বিচারক ছিল না এবং (iii) অধিকার সমূহ সংরক্ষণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

(ঘ) প্রকৃতিগত পার্থক্য :– হবস বর্ণিত প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় মানুষ ছিল — লোভী, স্বার্থপর, দুষ্ট, নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ছিল শত্রুতার সম্পর্ক যাকে 'war of all against all' বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ হবস বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্যে ও

Might is Right প্রকার মনে নিজেকে নিজের ক্ষমতায় যেটুকু সম্ভব ছিল, সেটুকু অধিকারেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। এই সময় মানুষের জীবন ছিল, নিঃসঙ্গ দুস্থ পাশবিক ও স্বল্পায়ু (Solitary poor, nasty, brutish and short).

অপরদিকে লক বর্ণিত প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতপক্ষে ছিল, প্রাক্ রাষ্ট্রীয়। এই সময় রাষ্ট্র ছিল না, কিন্তু সমাজ ছিল এবং সমাজের মানুষ ছিল সহজ, সরল, শান্তিপ্রিয় ও সচেতন। তারা বিবেকের অনুশাসনকে গুরুত্ব দিত এবং মেনে চলত। তারা ছিল সুখী। স্বাভাবিক আইন (Natural law) ছিল তাদের সঙ্গী। স্বাভাবিক আইন ছিল বলেই সাম্য; স্বাধীনতা ছিল।

<u>চুক্তির প্রকৃতিগত পার্থক্য</u> :— হবস মনে করেন, আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বশালী এক সার্বভৌমিকতা সৃষ্টি করে। যার কাছে প্রত্যেকের ~~~~ চূড়ান্তভাবে সকল ক্ষমতা আত্মসমর্পণ করেন। এই সর্বশক্তি মান কর্তৃত্বশালী সার্বভৌমিকতা চুক্তির কোনো পক্ষ নয় বলে চুক্তিকারী মানুষদের কাছে তাদের বা তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। হবস এই একটি চুক্তির কথা বলেছেন।

লক কিন্তু দুটি চুক্তির কথা বলেছেন। একটি চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় ~~এবং আর~~ একটি দিল প্রথম চুক্তির উপর চুক্তির দ্বারা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার গঠনের চুক্তিটি হল দ্বিতীয় চুক্তি। সরকার প্রজা মঙ্গলের জন্য কাজ করবে। অর্থাৎ সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, হবস প্রকৃতির রাজ্যের বাস্তবিকতার সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে উদাসীনতা দেখিয়েছেন, কিন্তু লক প্রাণটি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন প্রকৃতির রাজ্যে বাস্তবিকতা বর্ণনা করার। জনগণের সার্বভৌমিকতা ছিল তাঁর চিন্তাই আদর্শ বা মূল লক্ষ্য।

বা উদারনীতি

লকের প্রাকৃতিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য সমূহ

মতে: প্রকৃতির রাজ্যের মতো পুরো সমাজে ব্যক্তি তার অ-প্রত্যাশার যোগ্য প্রাকৃতিক অধিকার গুলির নিয়ন্ত্রক ছিল। লকের প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

প্রথমত:- এই সব অধিকার ছিল সহজাত ঈশ্বর ও প্রকৃতি প্রদত্ত। মানুষ যেকোনো অবস্থাতে এগুলি ভোগ করার অধিকারী। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ এগুলি ভোগ করত এবং পুরো সমাজে এগুলির অস্তিত্ব থাকে।

দ্বিতীয়ত:- যেহেতু প্রাকৃতিক অধিকার গুলি হল ব্যক্তিগত অধিকার, যেহেতু সকলের সমান ভাবে ভোগ করে, এদিক থেকে প্রাকৃতিক অধিকার গুলিকে সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়ত:- এই অধিকার গুলি কেবল ব্যক্তির অধিকার, সরকারের নয়।

চতুর্থত:- রাষ্ট্রের উচিত বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক অধিকার গুলিকে সংরক্ষণ এবং আইনগত ভাবে রক্ষণা-বেক্ষণ করা। কারণ এগুলিকে রক্ষা করার জন্য মানুষ এগুলিকে চুক্তি সম্পাদন করে ও রাষ্ট্রের হাতে এগুলি রক্ষণা-বেক্ষণার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। এই ভাবে লকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। জোনিং মন্তব্য বলেছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বে লকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তার প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব।

সমালোচনা:- প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে লকের ধারণায় মৌলিকত্ব ছিল খুব কম। প্রাচীন গ্রিক দর্শন ও রোমান আইনতত্ত্বে চিরন্তন ও ঐশ্বরিক যুক্তির নিয়মকে প্রাকৃতিক আইন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগে প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রতিফলিত হয়েছে/ মানবিক আইনই ছিল প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে বিবরণে এই মধ্যযুগীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনিও প্রাকৃতিক আইনকে মানুষের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রাকৃতিক আইনকে তিনিও নৈতিক আইন হিসাবেই দেখেছেন।

Date – 3-02-0.16/23

মূল্যায়ন: এই রূপ সমালোচনা থাকার পরেও বলা যায় যে, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় আইন-নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিকাশ ঘটেছে। লকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের তত্ত্ব পরবর্তীকালে রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে অনেকেই মনে করেন যে, লক তাঁর প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্বকে ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে অধিকারের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অধিকারের একটি সামাজিক প্রকৃতি রয়েছে। এই ব্যক্তির অধিকারকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না।

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD · ESTD 1999

প্রশ্ন: লকের সম্পত্তি তত্ত্ব আলোচনা করো?

ভূমিকা: লকের রাষ্ট্রচিন্তায় সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত। এই আলোচনার মাধ্যমে লক সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবণতা সংক্রান্ত তার প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি সম্পত্তির প্রসঙ্গটিকে পৌরসমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে হাজির করেছেন, অর্থাৎ তাঁর মতে, মানুষ যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সংগঠিত করেছে তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নটি অতিপ্রয়োজনে তাড়িয়েছিল। অনেকে মনে করেন, লক যেভাবে সম্পত্তির প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তৎকালীন বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সমর্থনের প্রমাণ প্রকট হয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, তাঁর স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকারের ধারণাটি এক প্রকার স্ববিরোধী অবস্থা সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিক অধিকার মানুষে মানুষে সাম্যভাবের ধারণাকে প্রকাশ করে। অপর দিকে সম্পত্তির অধিকারের ব্যাখ্যায় যে কোনো প্রকার আর্থিক ক্ষমতাগত বৈষম্যকে সমর্থন জানানো হয়েছে।

মূল বক্তব্য: লকের মতে, সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা অধিকার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেছেন যে, সব মানুষই প্রকৃতিগতভাবে সমব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের অধিকারী। Aristotle-লিয় রাষ্ট্রতত্ত্ব বিরোধী প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক সমতার ধারণা লকের উদারনৈতিক চিন্তাধারা প্রাথমিক অনুমান বলে বিবেচিত হয়। অ্যারিস্টটলিয় রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী বৈষম্য হল স্বাভাবিক। অপর দিকে লক মনে করতেন যে, ঈশ্বর সকলকেই প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

লক বলেছেন যে, প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ

DUMKAL COLLEGE * DUMKAL * MURSHIDABAD

সমাজ গড়ে তুলেছে। ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা হল রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনো অবৈধ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কেড়ে নিতে পারেনা। ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হলে তাকে অপসারণের অধিকার জনগণের রয়েছে। লকের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ দখলের অধিকার অর্জন করতে হয়। মানুষের শরীর ও শ্রম হল তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিজের হাত পা ও শরীরের সাহায্যে প্রকৃতির কাছ থেকে যা আহরণ করা সম্ভব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে নিজের শ্রমের মিশ্রণে যা সৃষ্টি হয় তাই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। লক মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদ সীমাহীন হলেও তা অন্যায় বা অবৈধ নয়।

~~এবার ভোগের অতিরিক্ত পুণ্য বিনষ্ট করার প্রবণতিকে~~

লোকের মতে, জগতের সম্পদ সকলের ভোগের জন্য হলেও প্রত্যেক মানুষ তার শ্রমভিত্তিক অধিকারের উপরেই দাবি জানাবে। নিজের শ্রম দক্ষতার ওপর কেবল ব্যক্তি নিজেরই দাবি বা অধিকার থাকবে। লকের ভাষায়, "..... everyman has a property in his own person; This nobody has any Right to but himself." লক মনে করেন যে, কোনো নির্দিষ্ট জমি দখল করে সেখানে নিজের শ্রম প্রয়োগ করে ব্যক্তি যা উৎপন্ন করবে তার ওপর তার পরিপূর্ণ অধিকার। কেবল তাই নয়, লক বলেন ব্যক্তি নিজে যা ভোগ করতে পারবে না, তা তাঁর নষ্ট করার অধিকার নেই। অর্থাৎ ভোগের অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করে তার পচন ঘটানোর অধিকার কোনো মানুষ দাবি করতে পারেনা।

এবার ভোগের অতিরিক্ত পণ্য সম্পদ বিনষ্ট করার প্রবৃত্তিও বিবেচনা করা যেতে পারে। দেখা যাবে এক্ষেত্রে লক খুবই কৌশলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছেন এবং সম্পত্তিগত বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করার যুক্তি বিস্তার করেছে। লক বলেন, কোনো ব্যক্তি এমন সম্পদ আহরণ করবেনা বা উৎপন্ন করবে না যা সে ভোগ করতে অক্ষম, নতুবা সে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করার দায়ে অভিযুক্ত হবে। কিন্তু যদি টাকা ও

10 - 02 - 18

সম্মতি গ্রহণ না করে অন্য কোনো ব্যক্তি তেমনি তাদের দ্রব্য ব্যবহার করতে পারে তবে প্রতিরোধ আসবেনা। অর্থাৎ এই ভাবে লক স্বীকার করলেন যেটি হল আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি।

মূল্যায়ন:– এই ভাবে লক সেমপর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মনে করলেন, তাঁর স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের মধ্যে সম্পত্তি অধিকারের ধারণাটি এক প্রকার স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে। কারণ, এই তত্ত্বে প্রাকৃতিক অধিকারকে সকলে সমান ভাবে ভোগ করে বলা হলেও সম্পত্তির অধিকারের ব্যাখ্যায় যে কোনো ধরনের আর্থিক বৈষম্যকে সমর্থন করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, লক যেভাবে সম্পত্তির প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাঁর সমকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করার প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অমল কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন যে 'লকের যে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব তাঁকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক বিশেষ সম্মান দান করেছে, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী সমাজের স্বার্থে নির্মিত তত্ত্ব।"

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে জন লকের অবদান উল্লেখ কর?

বুর্জোয়া যুগের প্রারম্ভের বুর্জোয়া সমাজের উপযোগী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনে যেসমস্ত তত্ত্ব জন্মলাভ করেছিল তাদের মধ্যে ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক জন লকের রাষ্ট্রনীতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক রচিত 'two treatise of civil government' গ্রন্থে লক সমসাময়িক ব্রিটিশ ধনিক-বণিক শ্রেণীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি পূর্ণ এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। ক্রমওয়েলী বিপ্লবের পটভূমিকে রচিত গ্রন্থের জন্যে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল।

রাজনৈতিক কাঠামো বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক হবসের মতো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পরিবর্তে কল্পনা ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, হবসের ~~মতো~~ মতো তিনি রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্যকে অপরিসীম বলে ধরে নিলেন না, হবসের মতো তিনি প্রকৃতির রাজ্য ~~কে~~ ~~ধারণা থেকে~~ ধারণা থেকে তার চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যের বিকাশে এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার স্বাভাবিক প্রকৃতি শক্তিদের সহজ মানুষ প্রকৃতির রাজ্য থেকে বিদায়

DUMKAL COLLEGE MURSHIDABAD

দিয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিলনা বলে— মানুষের স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে কোনো সীমা নির্ধারণের মানদণ্ডের অনুপস্থিতি— অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা পুরসমাজে প্রবেশ করল। আর এই পুরসমাজের সৃষ্টি থেকে উদ্ভব হলো একজন অধিকর্তা— সার্বভৌম শক্তি বা কর্তৃপক্ষ।

প্রকৃতির রাজ্য থেকে পুরসমাজে উত্তরণের পর মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাদের যাবতীয় ক্ষমতা ও অধিকার রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করেনি। হবসের এই ধারণাকে লক সমর্থন করেননি। লকের মতে, পুরসমাজে মানুষ কেবল আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতাটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছিল। এই সমস্ত অধিকার রক্ষা সার্বভৌম রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং বলা যায় যে, লক পরিকল্পিত সরকার হল— সীমাবদ্ধ সরকার বা Limited Government। তাঁর মতে, রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃপক্ষকে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য অঙ্গীকার ~~[illegible]~~ বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ লকের দৃষ্টিতে সরকার নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পূরণের উপায় মাত্র।

সামাজিক চুক্তিকে এইভাবে চিহ্নিত করে লক বস্তুত উদারনীতি— ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। তার রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে উদারনীতিবাদের তিনটি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথমত:- সম্পত্তিকে লক একটি স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে দেখেছেন এবং এই অধিকারটি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সম্পত্তি সরকারের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের কাছ থেকে মানুষ যেকোনো মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নিতে পারে যদি এই বিষয়ে সে নিশ্চিত হয় যে, সরকার তার স্বাভাবিক অধিকার এবং বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় যত্নবান হচ্ছে না। সরকার কোনো ভাবেই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী নয়, লকের এই মত উদারনীতিবাদের দ্বিতীয় উপাদানের জন্ম দেয়। অর্থাৎ লকের মতে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যক্তি মানুষের অধিকারের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে লক উদারনীতিবাদের তৃতীয় উপাদানটির বিকাশ ঘটিয়েছেন। লকের মতে, সরকারের প্রয়োজন— ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য। রাষ্ট্রের মূল্য অবশ্যই আছে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতার বিনিময়ে ঐ মূল্য সুনিশ্চিত করা উচিত নয়।

দ্বিতীয় বিভাগ 19-02-13

লকের মতে, প্রাথমিক প্রাকৃতিক অধিকার [illegible] হলো জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার। সুতরাং লক সাম্য ও স্বাধীনতা এই দুটি [illegible] নৈতিক বলে মনে করেছেন। এবং সেইজন্যই তিনি ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে বর্তমানে কোনো কোনো জায়গায় তিনি তিনটি অধিকার একত্রিত সম্পত্তির অধিকার বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে লক হলেন প্রথম দার্শনিক যিনি উদার নীতিবাদী পথ প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁর মতে রাষ্ট্রের মূল কাজ হল ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করা, তার রাজনৈতিক তত্ত্ব লক আসলে গৌরবময় বিপ্লবকে বাস্তবতাকে যুক্তিসম্মত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন, তাছাড়া লকের মতবাদকে কেবল মাত্র গৌরবময় বিপ্লবের একটি তত্ত্বগত সমর্থন হিসাবে দেখার উচিত নয়, তার মতবাদের একটা ব্যাপকতর আবেদন ছিল বলে পরবর্তী যুগের আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

(2) রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা কর।
অথবা
রুশোর সাধারণ ইচ্ছা বিষয়ক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

সাধারণ ইচ্ছা ঃ ভূমিকা — রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতি ভিত্তি তত্ত্ব হল সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব। সাধারণ ইচ্ছা বা general will হল এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। রুশো সামাজিক চুক্তির আলোচনা দিয়ে তার সামাজিক চুক্তি গ্রন্থটি শুরু করেন। social contract গ্রন্থে কতকগুলি ক্ষেত্রে আপাত বিরোধ লক্ষণীয়। অর্থাৎ রুশোর আলোচনায় যেমন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিস্ময়কর [illegible] প্রকাশ হয়ে উঠেছে সর্বাত্মকবাদ বা [illegible] উঠেছে; তেমন আবার প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের [illegible] তাঁর আলোচনায় [illegible] প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্যা।

বৈশিষ্ট্য ঃ— রুশো যে সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটির অবতারণা করেছিলেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়, তা হল —

① সাধারণ ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্ব ঃ— রুশো তার সামাজিক চুক্তিতে দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে, কারণ অপর ব্যক্তিও অনুরূপ ভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে একটি সমাজ গঠনের আশায়। প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজের ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার নিকট পরিত্যাগ করলে উদ্ভব হয় রাজনৈতিক সমাজের ও যা সার্বভৌমিকতা নামে পরিচিত, অর্থাৎ সকল ব্যক্তি আত্মত্যাগ করে রাজনৈতিক সংস্থা নিলে যে নৈতিক অখণ্ডতা সৃষ্টি হয়, তাই হল সার্বভৌমিকতা। ব্যক্তিদের মধ্যে

স্বাধীনতা ভোগ করে এবং তার নিজের স্বাধীনতা অনেক বেশি প্রত্যেক পরিচালিত হয় - এই নিয়ম থাকে। এই সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে সেটি বজায় থাকে।

③ **সার্বভৌমত্বের অবিভাজ্যতা:**- রুশো তাঁর সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্বে আনুগত্যের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন কারণ সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করার অধিকার সাধারণ ইচ্ছার আছে। সাধারণ ইচ্ছা বিচার করে দেখতে পারে ব্যক্তি স্বার্থের সাথে কোনোটি সম্পৃক্ত সাধারণ ইচ্ছা নয়। আনুগত্য সকলকে নির্ধারিত কোনো মত মানতে পারে না বা কোনো ক্ষেত্রে কোনো রূপ প্রশ্ন তোলা যায় না, ব্যক্তির সাধারণ ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে এই যে, এর ন্যায়সংগত ও কল্যাণকামী।

④ **সাধারণ ইচ্ছা - অবিভাজ্য ও অনিয়ন্ত্রিত:**- সাধারণ ইচ্ছাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কারণ এ অনিয়ন্ত্রিত। রুশো তার Social Contract-এ সাধারণ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোনো ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেননি, এই সাধারণ ইচ্ছা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে যদি সার্বভৌমিকতা বিদ্যমান সেই ইচ্ছা বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা ভাবা যায় না তেমনি সাধারণ ইচ্ছাকে বিভাজিত করা যায় না।

⑤ **সাধারণ - নির্ভুল:** রুশো মনে করেন, সাধারণ ইচ্ছা নির্ভুল। তা কোনো রূপ ভুল করতে পারে না। রুশোর মতে, ব্যক্তির সঠিক পথে বা ভুল পথে গমন করা স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যক্তি মিলিত হয়ে যে সাধারণ ইচ্ছা সৃষ্টি করেছে তা সকল নির্ভুল। এই নির্ভুল সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না। কারণ সাধারণ ইচ্ছা জনসাধারণের পরিপন্থি কোনোরূপ কাজ করে না।

⑥ **সাধারণ - অপ্রতিরোধ্য:**- সকল মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আবদ্ধ হয়েছে সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে, কাজেই এই সাধারণ ইচ্ছার বিরোধিতা করা যায় না, সাধারণ ইচ্ছার বিরোধিতা করলে বা অবমাননা করলে চুক্তি ভঙ্গ হবে এবং সাধারণ ইচ্ছা হবে ক্ষুণ্ণ। ফলে রাষ্ট্রই ধ্বংস হবে।

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা থেকে এই সিদ্ধান্ত আসা যায় সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে সকলের স্বাধীনতা নিহিত থাকে এ বলে ব্যক্তি - সকল ব্যক্তি - সীমে/অসীম-

21 - 02 - 19

কারণ তিনিঃ কর্তৃত্বের মধ্যে সার্বভৌম কর্তৃত্বের ~~স~~ স্থাপন করে। আবার ব্যক্তির ইচ্ছাকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুই ধরনের ইচ্ছার কথা বলেছেন — যথা —
(ক) প্রকৃত ইচ্ছা ও (খ) বাস্তব ইচ্ছা।

প্রকৃত ইচ্ছা বলতে রুশো সকল মানুষের হিত সাধনকারী ইচ্ছাকে বুঝিয়েছেন। অপর দিকে বাস্তব ইচ্ছা বলতে বুঝিয়েছেন, সমাজের ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থ সাধনকারী ইচ্ছা।)

will (ইচ্ছা)
↓
- Real will (মঙ্গলমূলক কাজের ইচ্ছার ধারণা)
- Actual will (ব্যক্তি মানুষের স্বার্থ সাধনকারী ইচ্ছা)

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD · ESTD

মূল্যায়ন:— ~~উপসংহার~~ :— রুশো তাঁর সাধারণের ইচ্ছাকে উপস্থিত করেছেন সকলের কল্যাণ সুখী ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এই তত্ত্বটি অনেকের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে, রুশো যে সাধারণ ইচ্ছার কথা বলেছেন তা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব, সমালোচকদের মতে, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের মধ্যে রাষ্ট্রের সর্বোময়ী ক্ষমতা অর্পণ হয়েছে তা স্বৈরতন্ত্র নিহিত। ~~[illegible]~~ উইলিয়াম ব্রাউনের মতে, রুশোর সার্বভৌমত্বের ধারণায় মূলত সার্বভৌমত্ববাদী চিন্তার উন্মেষ করা হয়েছে। আধুনিক প্রজন্মেরা মনে করেন, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বে ও Parados লক্ষণীয়।